নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী

১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার পশ্চিমগাঁও গ্রামে জন্ম নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরীর। পিতা আহম্মেদ আলী চৌধুরী ছিলেন কুমিল্লার হোসনাবাদ পরগনার জমিদার । মাতা আরফান্নেসাও ছিলেন একজন জমিদার-কন্যা। ফয়জুন্নেসা চৌধুরী উর্দু, আরবি, ফারসি, পরে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা নেন। বাংলার এই মহৎপ্রাণ নারীর সামাজিক অবদান, সৃষ্টিশীলতা এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ রেখেই এই কলেজের একটি হাউসের নামকরণ করা হয়েছে "নওয়াব ফয়জুন্নেসা হাউস" । সারা বছরজুড়েই হাউসের নানান রকম সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড চলতে থাকে; যা শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৬ সালে প্রথম শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজের ছাত্রীদের ৪টি হাউসে বিভক্ত করা হয় এবং ৪ জন মহীয়সী নারীর নামে ৪টি হাউসের নামকরণ করা হয়।

অত্যন্ত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সাথে নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী ৪৫ বছর জমিদারি পরিচালনা করেছেন; দাতব্য চিকিৎসালয়, মসজিদ, মদ্রাসা, স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন; দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন; বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সভা-সমিতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আঠারো শতকের ঔপনিবেশিক শাসনামলে তিনি নারীশিক্ষা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর এই অবদানে মুগ্ধ হয়ে ব্রিটিশ মহারানি তাঁকে 'নওয়াব'-উপাধিতে ভূষিত করেন। ইংরেজ শাসনামলে তিনিই একমাত্র নারী যিনি এই 'নওয়াব'-উপাধি পেয়েছেন। মানবদরদি, শিক্ষানুরাগী এই মহানুভব নারী ১৯০৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেছেন। শিক্ষার্থীরা তার এই অসামান্য অবদানের কথা জেনে তাঁদের চেতনা, জ্ঞান ও হৃদয়কে প্রসারিত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে; সেই সাথে নিজেদের শিক্ষাদীক্ষায় আলোকিত করার প্রয়াস পাবে ।